দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 10 2002

APR. 10 2002

'বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ' বন্ধ করে দিয়েছে সরকার ॥ পিএইচডি করতে যাঁরা বিদেশে তাঁদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

সরকার 'বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ' প্রদান প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকার আর অর্থায়ন করবে না। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হয়ে ইতোমধ্যে যাঁরা পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য বিদেশে গেছেন তাঁদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্তে বলা হয়, এই প্রকল্পের আওতায় দেশে ও বিদেশে যাঁরা উচ্চ শিক্ষারত আছেন, তাঁরা যদি নিজ খরচে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ব্যয় বহন করে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক থাকেন সে ক্ষেত্রে সরকার তাঁদের প্রেষণ (ডেপুটেশন) বহাল

(২য় পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

'বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ'

(প্রথম পাতার পর)

রাখবে। যাঁরা প্রেষণে থাকতে ইচ্ছুক নন তাঁদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। এক্ষেত্রে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য বিমান ভাড়া প্রদান করা হবে।

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপের আওতায় প্রথম বর্ষে (১৯৯৯-২০০০) ২ জন, দ্বিতীয় বর্ষে (২০০০-২০০১) ৯ জন এবং তৃতীয় বর্ষে (২০০১-২০০২) ১৩ জনকে বিদেশে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য মনোনীত করা হয়। এঁদের বেশিরভাগই যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সে নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়াও আমেরিকা, কানাডা, সুইডেন, মালয়েশিয়া, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশেও গেছেন। কিন্তু প্রকল্পটি মাঝপথে বন্ধ হওয়ায় এখন তাঁদের পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

উল্লেখ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অধিকতর উৎকর্ষ সাধন, গবেষণার মান উন্নয়ন, বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নতুন নতুন প্রকল্পে দক্ষ লোকবল নিয়োগের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। মোট ১২৮ কোটি ৪৯ লাখ ৭০ হাজার টাকা ব্যয়সাপেক্ষে এই প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছিল ২০০৯ সাল পর্যন্ত। প্রতিবছর বিজ্ঞানের ১৯টি বিষয়ে ৪১ জন করে মোট ২৮৭ জন বিজ্ঞানীকে পিএইচডি ডিগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা এই প্রকল্পে রয়েছে। যেসব বিষয়ে পিএইচডি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় তা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, আইটি, এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স, মেডিক্যাল সায়েন্স, এগ্রিকালচার, ওসানোগ্রাফি, আর্থ সায়েন্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, প্রসেস টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেথমেটিক্স এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স, আরবান এ্যান্ড রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট, নিউক্লিয়র টেকনিক, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, শিপ বিল্ডিং ইত্যাদি।

সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান মোঃ খালেদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সার্কুলারে বলা হয়, ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জানানো যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সম্পদ